- শহরতলীর বিষয়বস্তুকে চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলামে অর্ন্তভূক্ত হবে। নীতি নির্ধারকরা শহরতলীর পানির বিষয়টি নিয়ে অবহিত হবে এবং গুরুত্ব প্রদান করবে।
- শহরতলীর অধিবাসী বিশেষভাবে নারী ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী তাদের পানি সম্পদ কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করবে, পানি নিরাপত্তায় ক্ষমতাবান হবে এবং অধিকার বিষয়ে সচেতন হবে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ :

১. মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা:

নগরায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শহরতলী অঞ্চলে যে দ্বন্দ অথবা সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে তা চিহ্নিত এবং বিশ্লেষণ করার জন্য মাঠ পর্যায় হতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। পানি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রণীত বিদ্যমান নীতি ও কৌশলের নীবিড় পর্যবেক্ষণ করা। জলবায়ু, পানি ও নগর নীতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বিষয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য সাধারণ মানুষকে প্রদান করা যা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও শহরতলী পানি নিরাপত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করছে। গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফল এবং শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে সরকারী নীতিনির্ধারক, পেশাজীবি এবং সাধারণ মানুষকে অবহিত করা, চলমান আনুষ্টানিক শিক্ষা পদ্ধতির কারিকুলামে সংযুক্ত করা, যাতে সামাজিক সমালোচনা বহুল জলবায়ু সংবেদনশীল নীতি এবং কার্যক্রম উন্নয়নে শহরতলীর পানি অপ্রতুলতা বিষয়ে উন্নয়ন ঘটে।

২. অভিজ্ঞতালব্ধ শিখণ বিনিময়:

উপশহর এলাকার জনগোষ্ঠীদের পানি সম্পদ বিষয়ক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও দ্বন্দ নিরসনের মাধ্যমে পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সহনশীলতা তৈরী করা। কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে উপশহর এলাকার বাসিন্দাদের পানি সুবিধা বিষয়ে অভিগম্যতা উন্নয়ন করা। উপশহরের পানি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি বিষয়ক নিতীমালা বিশ্লেষনের মাধ্যমে নিতীনির্ধারকগণকে অবহিত করা। শহরতলী অঞ্চলের পানি নিরাপত্তা, পানির অপ্রতুলতা এবং দ্বন্দ ও সহযোগিতা বিষয়ে পরিচালিত গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটানোর উদ্দেশ্যে দেশী এবং বিদেশী প্রকল্প সদস্যদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় করা।

৩. দক্ষতা উন্নয়ন:

টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত ঐক্যমতের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদকালে প্রকল্পের কর্মী, কমিউনিটি এবং পানি সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য চার বছরে চারটি কর্মশালার আয়োজন করা হবে। কর্মশালায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং শহরতলী এলাকার পানি ব্যবস্থাপনার চিত্র, সমস্যা এবং এবিষয়ে উদ্ভূত দ্বন্দ ও সহযোগিতার ধরণ ও এবিষয়ে সরকারী যেসকল নীতি রয়েছে তার দুর্বলতা চিহ্নিত করা হবে। উপশহর এলাকার জীবিকায়ন এবং পানি নিরাপত্তা বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। নির্দিষ্ট লক্ষে পৌছানের জন্য সকল ষ্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা, দুর্বলতা ও সম্ভাবনার বিষয়টি চিহ্নিত করা হবে। সর্বশেষে সকল বিষয় বিবেচনা রেখে একটি শিক্ষণ প্যাকেজ তৈরী করা হবে এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হবে ফলে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রাপ্ত ফলাফল উপশহর এলাকার পানি ব্যবহারে ক্ষেত্রে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি করবে।

৪. যোগাযোগ ও যোগসূত্র স্থাপন:

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতের হায়দ্রাবাদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতি বছরের গবেষণালব্ধ ফলাফল সমন্বয় ও বিনিময় করার জন্য প্রকল্পের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একটি করে কনফারেন্সের আয়োজন করা হবে। প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত বুকলেট প্রকাশ এবং মুদ্রণ করা হবে। এছাড়াও প্রত্যেক বছরে একবার করে মোট চারটি নিউজলেটার মুদ্রণ করা হবে যাতে প্রকল্পের অগ্রগতি, প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্র এবং বিভিন্ন কেসষ্টাডি সংযুক্ত করা হবে।

JJS Jagrata Juba Shangha

Jagraata Juba Shangha (JJS)
35/B T.B. Cross Road
Khulna-9100, Bangladesh
Phone : 880-04-731013
Fax : 880-41-730146
E-mail : jjsinformation@gmail.com
www.jjsbangladesh.org

NWO
Netherlands Organisation for Scientific Research

ক্লাইমেট পলিসি, কনফ্লিক্টস এন্ড কো-অপারেশন ইন পেরি-আরবান সাউথ এশিয়া: টুয়ার্ডস রেসিলিয়েন্ট এন্ড ওয়াটার সিকিউর কমিউনিটিস প্রকল্প

Climate Policy, Conflicts and Co-operation in Peri-Urban South Asia: Towards Resilient and Water Secure Communities Project

JJS Jagrata Juba Shangha
WAGENINGEN UR For quality of life
ICIMOD
SaciWATERs 10 years 2002 to 2012
META

ভূমিকা /পটভূমি:

জেজেএস একটি পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়মূলক প্রতিষ্ঠান যা ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জেজেএস দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষের সাথে বিশেষভাবে বিপদাপন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি, সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, বিপদাপন্ন নারী ও শিশুদের নিয়ে কাজ করে। জেজেএস বর্তমানে দেশের ৫টি জেলার ১৫ টি উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ''ক্লাইমেট পলিসি, কনফ্লিক্টস এন্ড কো-অপারেশন ইন পেরি-আরবান সাউথ এশিয়া: টুয়ার্ডস রেসিলিয়েন্ট এন্ড ওয়াটার সিকিউর কমিউনিটিস'' প্রকল্পটি নেদারল্যান্ডস অরগানাইজেশন ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চের অর্থায়নে ওয়াখিনেন ইউনিভার্সিটির সহায়তায় খুলনা জেলার উপশহর এলাকায় বুয়েট এবং জেজেএস যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। এই গবেষণা কার্যক্রম নেপালে আইসিআইমোড ও মেটামেটা এবং ভারতে সাকিওয়াটার্স কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দ্রুত নগরায়নের প্রভাবে দিনে দিনে সাধারণ মানুষের নিরাপদ পানির সমস্যা প্রকট হচ্ছে ও পানির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর প্রভাব শহরতলীগুলিকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। অতি মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন পানির স্তরকে নীচের দিকে নামিয়ে আনছে, অন্যদিকে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমস্যা তৈরী করছে। নগরের অতিরিক্ত পানি সরবরাহের জন্য শহরতলী থেকে পানি আনা হচ্ছে যা নগর ও শহরতলীর মধ্যে পানি বিষয়ক দ্বন্দ ও ক্ষেত্র বিশেষে সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি করছে। দ্রুত নগরায়নের এই প্রবণতা ক্রমাগত পানি ও ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে দরীদ্র থেকে ধনীদের নিকট ভূমি হস্তান্তর, অতি মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং বর্জপানির উপর নির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই গবেষনায় শহরতলীগুলিকে শুধু গবেষনার পরিধি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে না এখানে ব্যপকভাবে শহরতলীর সম্পদ হস্তান্তরের উপর অভিগম্যতার ধরণ, পানির অনিশ্চয়তা ও বিপদাপন্নতা এবং নগর এবং গ্রামের সম্পর্ক, প্রবাহ, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলি উপর কি প্রভাব বিস্তার করছে তা তুলে ধরা হবে। শহরতলীর পানি সম্পদ বিষয়ে বিরোধ ও সহযোগিতা এবং পানি সম্পদের উপর প্রভাব নিরূপনের জন্য সমন্বিত, তুলনামূলক, এবং কার্যকর গবেষণা প্রয়োজন। সুশাসন-এর দিক থেকে শহরতলীর পানির অনিশ্চয়তা সৃষ্টির কারণ হচ্ছে নগর ও গ্রামের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো নেই এবং পানির উপর মানুষের অধিকারের ধারণা অস্পষ্ট।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি দ্রুত নগরায়নের প্রভাবে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দ্বন্দ নিরোসনের জন্য গবেষণার মাধ্যমে একটি কাঠামো তৈরী করবে যাতে নগর ও শহরতলীর মধ্যে একটি সুসম্পর্ক ও কার্যকর যোগাযোগ তৈরী হয় যাতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এই গবেষণা কার্যক্রমে নীতি নির্ধারক, আইন প্রনেতা ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে বিজ্ঞান ভিত্তিক একটি কাঠামো ও কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করার মাধ্যমে পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা হবে যাতে শহরতলীর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় একটি কারিগরী, সাংগঠনিক ও টেকসই ব্যবস্থা প্রণয়ন করা যায় যা শহরতলীর মানুষকে জলবায়ু সহিষ্ণু জনগোষ্ঠি হিসাবে গড়ে তোলা যায়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত জাতীয় দরিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র, রূপকল্প -২০২১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রার সাথে সম্পর্কিত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দরিদ্র বিমোচন, নগর ও গ্রামের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মানুষের পানির চাহিদা, সাধারণ মানুষের সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান রাখবে এবং প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় তৈরীকৃত কৌশল পত্রের উদ্দেশ্য অর্জনে অত্যান্ত সহায়ক হবে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শহরতলীর পানি নিরাপত্তা উন্নয়নের জন্য সাধারণ জনগণের সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে ও দ্বন্দ নিরসন, দরিদ্র, প্রান্তিক ও বিপদাপন্ন মানুষের উন্নত জীবিকায়ন সুবিধা প্রদান এবং বিভিন্ন স্তরে জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় পানি সম্পদ এবং জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল, নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণে অবদান রাখা।

প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

১. নগরায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শহরতলী অঞ্চলে যে দ্বন্দ অথবা সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে তা চিহ্নিত এবং বিশ্লেষণ করা।

২. স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে শহরতলীর প্রেক্ষাপটে পানি ব্যবহারের প্রভাবে যে দ্বন্দ ও সহযোগিতার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে সেবিষয়ে পানি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রণীত নীতি ও কৌশলের নীবিড় পর্যবেক্ষণ।

৩. জলবায়ু, পানি ও নগর নীতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বিষয়ে তথ্য প্রদান করা যা কিনা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও শহরতলী পানি নিরাপত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করছে। কারিগরি, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক শিক্ষা, ভিন্নদেশীয় শিক্ষা ও আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও দ্বন্দ নিরসনে সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের ফলে উপশহরের পানি নিরাপত্তা বিষয়ে প্রগতিশীলতা পরিক্ষনের জন্য দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং উত্তর-দক্ষিণ অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কনসোর্টিয়াম সহযোগিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে সরকারী নীতিনির্ধারক, পেশাজীবি এবং সাধারণ মানুষকে অবহিত করা; চলমান আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির পঠ্যক্রমে সংযুক্ত করা, যাতে সামাজিক সমালোচনা বহুল জলবায়ু সংবেদনশীল নীতি এবং কার্যক্রম উন্নয়নে উপশহরের পানি অপ্রতুলতা বিষয়ে উন্নয়ন ঘটে।

প্রকল্পের মেয়াদকাল:

১ জানুয়ারী, ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত।

গবেষণা এলাকা:

খুলনা শহরের পার্শ্ববর্তী বটিয়াঘাটা উপজেলার অন্তর্ভূক্ত শহরতলী অঞ্চল।

দাতা সংস্থার নাম:

NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research)

প্রত্যাশিত ফলাফল :

- দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে শহরতলী অঞ্চলের পানি নিরাপত্তা নির্ধারণে নির্দিষ্ট নীতি এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তন/নগরায়ন এবং তাদের মিথঃস্ক্রিয়ার বিষয়ে নতুনভাবে অন্তঃদৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ তৈরী করা।
- জলবায়ু সংবেদনশীল নগরায়ন এবং টেকসই অর্থবিনিয়োগের মাধ্যমে শহরতলীর অধিবাসীদের পানির অপ্রতুলতা বিষয়ক দ্বন্দ কমিয়ে আনা ও সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি করা। জলবায়ু ও নগরায়ন প্রেক্ষাপটে শহরতলীর অধিবাসীদের পানির বিষয়ক বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনা ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করার জন্য একটি কাঠামো ও উপকরণ তৈরী করা।
- পানি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিদ্যমান নীতি বিশ্লেষণ ও অসামঞ্জস্যতা এবং প্রকৃতি চিহ্নিত করা, আঞ্চলিক পর্যায়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যা পানি বিষয়ক দ্বন্দ বা সহযোগিতার সৃষ্টি করে।
- শহরতলীর পানি ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপটে গবেষণা লব্ধ ফলাফল বিজ্ঞান-নীতি বিষয়টি বিবেচনা করে ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে সভার আয়োজন করে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা, পাইলট বাস্তবায়ন করা এবং একটি কাঠামো তৈরী করা যাতে শহরতলীর পানি বিষয়ক দ্বন্দ কমে আসে পাশাপাশি নীতি নির্ধারক, গবেষক ও সুশিল সমাজের জন্য সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্নয়ন করা।